ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ
CINEREEL STUDIO

উমানাথ গাঙ্গুলীর প্রযোজনায়

ইউরেকা পিকচার্সের

স্বামীর ঘর

পরিবেশনা :

ডি মল্লিক (রিসিভার)

৬৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামীর ঘর ঃঃ ভূমিকা

শান্তি গুপ্তা, রমা ব্যানার্জ্জী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়,
নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখার্জ্জী, রঞ্জিত রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, ফণী রায়,
বিপিন গুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়,
(এমেচার) প্রভৃতি।

সংগঠনকারীগণ

কাহিনী—জলধর চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত রচনা—শৈলেন রায়
চিত্র শিল্পে—সুরেশ দাস
শব্দ যোজনা - পরিতোষ বসু
সুর সংযোজনা—দুর্গা সেন
সম্পাদনা—সন্তোষ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী
স্থির চিত্র শিল্প—নিধু সেন

সহকারীগণ

পরিচালনায়—মণি ঘোষ
চিত্র শিল্পে—সত্যেন চন্দ
সম্পাদনায় - কমল গাঙ্গুলী
সুর সংযোজনায়--আশু গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনায়--সুকুমার গাঙ্গুলী

পরিচালনা—বীরেন ভদ্র

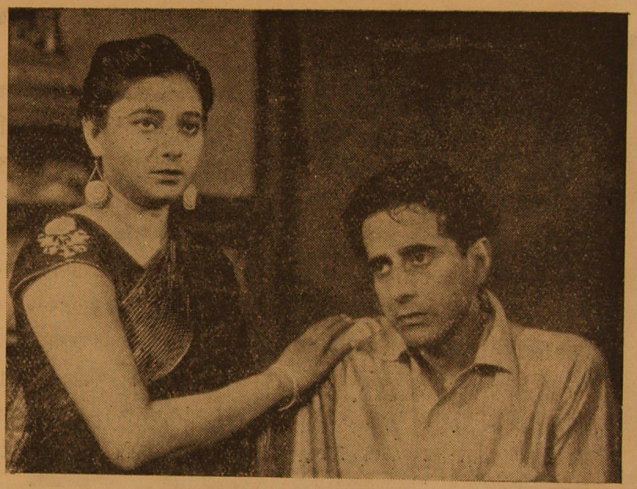

জীবনে চলার পথে মানুষ কত না ভুল করে! কেউ ভুল করে স্নেহ ও মায়ায় অন্ধ হয়ে, কেউ ভুল করে সংসারের গোলক ধাঁ ধাঁ কে না জেনে; কেউ ভুল করে হিংসার জ্বালায় হিংস্র হয়ে।

প্রৌঢ় নন্দলাল বাবু প্রথম জীবনে কোন ভুল করেছিলেন কিনা কে জানে; তবে এখন তিনি ভুল করে আর ভুল ভেবে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবেন, তাঁর একমাত্র ছেলে খোকাবাবুর খুব অসুখ। সেজন্য তিনি সারা সময়ই ডাক্তার, বৈদ্য, নার্স, ঔষধ পত্র দিয়ে খোকাবাবুকে ঘিরে রাখেন।

খোকাবাবু! কিন্তু, খোকাবাবু শুধু নামে আর মনে, জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, বয়সে যুবক। শরীরের ওজন আজ হয়েছে ১ মন ৪৫ সের! আগের সপ্তাহে ছিল আরও৫ সের বেশী।

তাই নন্দলালবাবু আরও ভয় পেয়েছেন, আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এক সপ্তাহে ৫ সের ওজন কমে গেল।

কিন্তু, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী বলেন, খোকাবাবুর কোন অসুখ নেই। নন্দলাল বাবু একথা শুনে খুবই বিরক্ত হলেন। ডাক্তারটা বলে কি! ডাক্তার, না ছাই! দয়ারাম বলল; ঘোড়ার ডাক্তার।

ডাক্তার চ্যাটার্জীকে বিদায় দেওয়া হ'ল। প্রতিবেশী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার গুণময় খোকাবাবুর চিকিৎসার ভার নিলেন।

যার জন্য নন্দলালবাবুর এত চিন্তা, সেই খোকাবাবুর মনে কিন্তু আজকাল আর অসুখের কোন ভয় নেই। এতকাল সে রোগীর মত বিছানায় শুয়ে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু এখন সে যেন কিসের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে বলে তার কোন অসুখ নেই। সে এখন ওষুধ খেতে চায় না, ফল খেতে চায় না, এখন সে খেতে চায় চা, চপ, কাটলেট।

নন্দলালবাবু ভেবে পান না, খোকাবাবুর কি হয়েছে; বাড়ীর চাকর কানাই ভাবে, এমন কেন হ'ল। নার্স মেনকা, সেও বোঝে না, কেন এমনটা হ'ল খোকাবাবু গোপনে মেনকাকে জানালো, তার কি হয়েছে। আর দেখালো, এক খানা ফটো; যে ফটোখানা সে দিনরাত বুকে করে' রাখে। অর্থাৎ খোকাবাবু প্রেমে পড়েছে। হলই বা সে বোকা, তবুও তার মনে প্রেমের দোলা লেগেছে। মনকা ফটোখানার দিকে চেয়ে দেখে, পাশের বাড়ীর গুণময় ডাক্তারের মেয়ে উমার ফটো

উমা তরুণী; উমা সুন্দরী, কলেজের ছাত্রী। শঙ্করের কাছে প্রাইভেট পড়ে। কিন্তু মাষ্টার ও ছাত্রী দুজনেই বইএর সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় ভাবের দেশে। এ ভাবেই তাদের মধুর দিনগুলি কেটে যায়। দিনের পর দিন এভাবেই তারা দুজনে মনের লুকোচুরী খেলা শেষ করে দিয়ে এগিয়ে আসে দুজনের দিকে;

পরিচয় হয় আরও মধুর। তাই অন্তরে জাগে মিলনের আকাঙ্খা। ডাক্তার গুণময় ও শঙ্করের মামা, দুজনে মিলে ঠিক করেন শঙ্কর ও উমার বিবাহ। কিন্তু শঙ্করের বাপ ব্রহ্মানন্দ এ সংবাদ শুনে শঙ্করকে দিলেন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

তবুও এ বিবাহ হবেই। দয়ারাম হ'ল শঙ্করের অভিভাবক। দয়ারামের উদ্যোগে সবই ঠিক হয়ে গেল। আশীর্ব্বাদের দিন ও ঠিক হ'ল।

সবাই এ বিয়ের খবর শুনেছে।

খোকাবাবুও শুনেছে। তাই সে সব ভুলে গিয়ে মেনকাকে শুধু বলে, এ বিয়ে বন্ধ করে দেও। মেনকা বলল; ডি, লিটকে বলুন। সে না করতে পারে এমন কাজই নেই।

ডি, লিট খোকাবাবুর বন্ধু; মেনকাকে সে-ই খোকাবাবুর নার্স করে' দিয়েছে। মেনকার কাছে সংবাদ পেয়ে ডি, লিট এল নন্দলালবাবুর বাড়ীতে; গেটের কাছে দেখা নন্দলাল বাবুর সাথে। ডি, লিট নিজের পরিচয় দিল খোকাবাবুর বন্ধু বলে। কিন্তু তা' কেমন করে হয়! খোকাবাবুর অসুখ; সে তো কখন বাইরে যায় না। পরিচয় হ'ল কোথায়? সত্যই নন্দলাল বাবু বিস্মিত হলেন। ডি, লিট বলল; তা হো'ক। তবু আমি খোকাবাবুর বন্ধু। নন্দলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম।

—নাম। অমাকে সবাই বলে ডি, লিট। Doctor of Literature (Toronto)

—ডি, লিট ; তার মানে ?

ডি, লিট একটু হেসে বলে যায়, ডি, লিট অর্থাৎ Delete অর্থাৎ নাকোচ ! নন্দলালবাবু আরও বিস্মিত হলেন। ডিলিট অর্থাৎ নাকোচ ! এ কী হেয়ালী কিন্তু কে এ ডি, লিট ?

ডাক্তার গুণময় শঙ্করের সাথে উমার বিয়ের আয়োজন করছে। শঙ্করের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর উমা, সে যেন মূর্ত্তিমতী আনন্দ। ভাবী মিলনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে সে গান গাইছে, যাকে সে চেয়েছে আজ তাকে পাবে কাছে। কিন্তু, আশীর্ব্বাদের দিন হঠাৎ উমা সকলকে জানালো, এ বিয়ে হবে না। গুণময় উমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করল, কেন, কেন ? উমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলল,—এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। শঙ্কর ছুটে এল পাগলের মত; কিন্তু উমা তাকেও বলল—এ বিয়ে হবে না। তবে, আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি, চিরদিনই ভালবাসব। শঙ্কর সেকথা শুনলনা, উমাকে কত না কটু কথা বলে চলে গেল। শঙ্কর ও উমার বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কোথায় কেউ জানে না

—তারপর ?

নদীর স্রোত চলে যায়। কূলের এপার ভাঙ্গে, ওপার গড়ে ওঠে।

উমার বিয়ে হ'ল খোকাবাবুর সাথে, উমা এল স্বামীর ঘরে। খোকাবাবু জয়ের আনন্দে ও উল্লাসে নেচে উঠল। উমাকে সুখী করবার জন্য সে হ'ল

ব্যাকুল। বোধ হয় খোকাবাবু সত্যই উমাকে ভালবাসে। কিন্তু উমার মন খোকাবাবুকে স্বামী বলে মেনে নিতে চায় না। সে এখনও শঙ্করকে ভালবাসে, শঙ্করের জন্যই সে খোকাবাবুকে বিয়ে করেছে। নতুবা মূর্খ খোকাবাবু তার কে ? শঙ্করই তার প্রিয়তম। তবুও কে যেন তার অন্তর থেকে মাঝে মাঝে বলে' ওঠে, এ অন্যায়, এ অন্যায়। স্বামীকেই তার আপন করে' নিতে হবে। উমা আর সহ্য করতে পারে না। অন্তরের গোপন ব্যথায় শান্তি হারিয়ে সে হ'ল নিঃস্ব। স্বামীর ঘরে থেকেও সে হ'ল অভাগিণী।

উমার মন চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় শান্তির সন্ধানে। উমাকে হারিয়ে শঙ্কর ঘুরে বেড়ায় পাগলের মত। ডি, লিট ঘুরে বেড়ায় আপন মনে ; কিসের জন্য তা কেউ জানে না। সে যে কে তাও কেউ জানেনা। মেনকা তার বান্ধবী, ডি, লিট এর সাথে এক বাড়ীতেই সে থাকে। মনে মনে সে ডি, লিটকে ভালও বাসে। কিন্তু সেও জানে না, ডি, লিটের পরিচয়, ডি, লিটের কি কাজ !

নন্দলাল বাবুর বাড়ীতেও অশান্তি দেখা দিয়েছে। উমার অসুখ, বোধ হয় মনের সাথে দ্বন্দ্ব করেই তার হয়েছে অসুখ। দুদিন, দুরাত সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। প্রলাপের মত মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে শোনা যায় অশান্তির তীব্র আর্ত্তনাদ, আর, শান্তির জন্য কাতর প্রার্থনা।

—তারপর ?

—ক্ষমা করুন, এর পরের ঘটনা প্রকাশ করবার ভাষা ও আমার নেই, শক্তিও নেই। সেজন্যই এ কাহিনী রূপায়িত হয়েছে কথা চিত্রে।

এক

উমার গান

পথিক প্রিয়ের কোন ভালবাসায়।
হারায় হারায় মোর হৃদয় হারায়।
সেকি আপন ভুলে
(মোর) মনের ফুলে
কুঁড়ির গোপন গন্ধ যত হাওয়ায় উড়ায়।
আমি জানি কি জানি তারে বুঝিনারে
(তবু) পারি গো দিতে মন পারি তারে
(সে যে) দোলায় দোলায় মোর হৃদয়
দোলায়।

দুই

উমার গান

ভুবন ভরা পাখির গান।
আকাশ ভরা আলো।
ওরে আমার গান
এবার তবে সুরের সুধা ঢালো।
(ঐ) নীল গগনের মায়া
(যেন) প্রিয়ের আঁখির ছায়া
বাতাসে আজ পরশ তারি
হৃদয় জুড়াল।
আমার প্রিয় লুকিয়ে থাকে ফুলের
সুরভিতে
আমার প্রিয় ছড়ায় হাসি নিঝর কলগীতে
(তাই) দিগ্‌বিদিগে তাইত খুসীর
কিরণ ছড়াল।

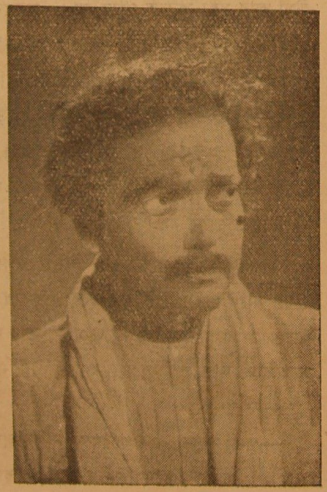

তিন

ডিলিটের গান

তোর সুখের স্বপন আড়াল করে
লুকিয়ে আছে চোর।
মালা গাঁথা শেষ না হতেই
ছিঁড়বে সে যে ডোর।
ও তোর ভুবন ভরা সকল আলো
করবে সে যে কালোয় কালো।
ধূলায় পড়ে কাঁদবে শেষে
ভালবাসাই তোর।

চার

মেনকার গান

আনমনে বনছায় যদি গান গাহে বুলবুল
তাই শুনে ফোটে যদি অগোচরে ব্যথাভরে
ব্যকুল বকুল—
সেকি ভুল, সেকি ভুল, সেকি তারি ভুল?
যে নদী সাগরে ধায়
পিছু পানে নাহি চায়
কে পারে রাখিতে ধরি মন তরী
বায়ু যদি বহে অনুকূল,
সেকি ভুল, সেকি ভুল, সেকি তারি ভুল?
নব মেঘ অনুরাগে
চাতকের আঁখি জাগে
বনের ভ্রমর লাগি ফোটে বন ফুল
সে কি ভুল, সেকি ভুল, সেকি তারি ভুল

পাঁচ

উমার গান

(যেথা) বিরহের নদী কূল ভাঙ্গে বারে বারে।
দাঁড়ায়ে রয়েছ জানি প্রিয় তারি পারে॥
ফুল ফোটা নাই আছে যেথা ফুল ঝরা,
সুখ চলে গেছে আছে স্মৃতি ব্যথা ভরা,
আশা দিয়ে বাসা বেঁধে বেঁধে যেথা
কাঁদে শুধু নিরাশারে।

ছয়

যে ফুল ঝরিল না ফুটিতে হায়
তাহারি বেদনা বাণী
মোর গানে কাঁদে জানি
না বাঁধিতে সুর বীণা ছিঁড়ে যায়
এ হৃদয় কাঁদে তাহারি ব্যথায়
যার লাগি গাঁথা পারিনাকো দিতে
তাহারে এ মালা খানি
মোর গানে কাঁদে জানি
মনের রাখাল কাঁদিছে ফিরিয়া
ঝরাণো পাতার পথে
উড়ে যেতে চায় বাঁধিতে পারি না
হৃদয়ের কোনমতে
বারে বারে শুধু নিভে যেতে চায়
যে প্রদীপ জ্বেলে আনি।

সাত

উমার গান

অরূপ যে ফুল রূপ ধরিল না
ভুলে যেয়ো তারে ভুলে যেয়ো।
যে গান গাহিতে সুর ছিঁড়ে যায়
নাহি গেয়ো তারে নাহি গেয়ো।
যা পেয়েছ তুমি সেই জেনো ভালো,
পাওনি যাহারে দেবেনা সে আলো
যা পেয়েছ তারে দিয়ে আপনারে
রচিতে মাধুরী চেয়ো॥

—কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত—

কোয়ালিটি ফিল্মসের

পরিবেশনাধীন প্রথম চিত্র

পি, আর, প্রডাকসন্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

পরিণীতা

!!!

আবাল বৃদ্ধ বণিতার

প্রশংসা মুখরিত

!!!

ভূমিকায়

সন্ধ্যারাণী,

ছবি,

প্রমোদ

প্রভৃতি

আসিতেছে

কোয়ালিটি ফিল্মসের

পরিবেশনাধীন

আগামী চিত্র

বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থকারের

জনপ্রিয় নাটকের

চিত্ররূপ

? ? ?

শ্রীকানাই লাল বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২৬।৮এ, হ্যারিসন রোডস্থ রিভিউ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং ইউরেকা পিক্‌চার্সের পক্ষে শ্রীযুক্ত চঞ্চল কুমার বোস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।